সুনির্ম্মল বসু

রোমাঞ্চের দেশে

সুনির্ম্মল বসু

রোমাঞ্চের দেশে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

নতুন মুদ্রণ জুলাই—১৮৮৩
প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি : দেবাশীষ দেব

দাম : ৬ টাকা

মুদ্রাকর :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮/এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

শিশুরা সব দেশেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর পক্ষপাতী। আমাদের দেশের ছোটরাও এই জাতীয় গল্পেই আনন্দ পায় বেশি। প্রকাশকদের তাগিদে আমায় দু'চারখানা রোমাঞ্চকর বই লিখতে হয়েছে; যদিও এ বিষয়ে আমার ক্ষমতা নেহাতই সীমাবদ্ধ। এই বইখানাও যতদূর সম্ভব রোমাঞ্চকর করতে চেষ্টা করেছি, কতটা কৃতকার্য হয়েছি তার বিচার করবে আমার শিশু পড়ুয়ার দল।

গল্পটি অনুবাদ নয়—সত্য ঘটনাও নয়—নিছক কল্পনা মাত্র। বইখানা পড়ে যদি কেউ কিছুমাত্র 'রোমাঞ্চ' অনুভব করে, তা হলেই আমার লেখা সার্থক মনে করব।

গ্রন্থকার

আওয়াজটা কি জন্তু জানোয়ারের ?

এক

ডার-এস্-সালাম—আফ্রিকার টাঙ্গানিকা অঞ্চলের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর।

প্রবীর আর দীপক বহুদিন দেশ-ছাড়া। ডার-এস্-সালামে তাদের বিরাট কারবার; নিছক কাঁচা টাকার মোহই এতদিন তাদের স্বদেশের স্মৃতিকে দূরে ঠেলে রেখেছে।

ইস্কুলের গণ্ডি পার হতে না হতে সেই যে-দিন তারা বাঙালির 'ঘর-কুনো' নাম ঘুচাতে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিল, সে আজ অনেক দিনের কথা। বাংলাদেশের এক অখ্যাত শহরের ছুটি ডানপিটে, দুরন্ত ছেলে—আজ সফলতার যে কূলে সাঁতরে এসে পৌঁছেছে, অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের কাছেও সেটা আশাতীত ও অসম্ভব কাজ বলেই মনে হতে পারে। যাক্ সে সব কথা।

অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গেছে। পুবের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে দীপ্ত রোদের রেখা। প্রাতরাশ শেষ করে প্রবীর একখানা ইংরাজি খবরের কাগজ পড়ছে আর দীপক কামাচ্ছে দাড়ি। আজ ছুটির দিন কাজের বিশেষ তাড়া নাই, তবে দুপুরের দিকে কিছু জরুরি চিঠি-পত্র শেষ করতে হবে।

প্রবীর হঠাৎ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে—'শুনছ

দীপক প্রশ্ন করল—'তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রবীর। তুমি কি বলতে চাও এ কোনো বন-মানুষ অর্থাৎ গরিলা জাতীয় জীবের কীর্তি!'

প্রবীর উত্তর দিল—'না না, তা নয়—এখানে বন-মানুষের অর্থ গরিলা জাতীয় কোনো জীব নয়, কোনো অমানুষিক অসভ্য মানুষেরই কাণ্ড এসব।'

দুই

প্রবীর আর দীপক দুজনেই পাকা শিকারী। আফ্রিকার গহন পাহাড় জঙ্গলে তারা বড় বড় জানোয়ার শিকার করে অনেকবার তাদের বীরত্ব আর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি একটা অদ্ভুত খবর সারা টাঙ্গানিকা অঞ্চলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

অনেক সময় পাড়ার মধ্যে বড় বড় বাঘ প্রবেশ করে গরু, মহিষ ছাগল, ভেড়া চুরি করে গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। এই তো মাসখানেক আগেও এইরকম উৎপাত শুরু হয়েছিল। প্রবীর আর দীপক দুজনে মিলে সেই জানোয়ারটাকে ঘায়েল করে তবে শহর-বাসিদের নিশ্চিন্ত করে। সেটা একটা বাঘের মত বাঘ বটে, আলবাত শিকারের যোগ্য জিনিস। অতবড় জানোয়ার এ অঞ্চলে কেউ কোনো-দিন দেখে নাই।

কিন্তু সম্প্রতি যে ব্যাপার শুরু হয়েছে তা কোনো বাঘ সিংহের

কাণ্ড নয়। কারণ এর পেছনে টের পাওয়া যায় বেশ মস্তিষ্ক চালনার পরিচয়। রীতিমত বুদ্ধি খাটিয়ে এই মানুষ চুরির ব্যাপার চলছে। অবশ্য ডার-এস্-সালাম প্রদেশে এটাই প্রথম ঘটনা।

কোনো সাধারণ-মানুষের কাজও এ নয়। কারণ কয়েকটি ঘটনা এমন ঘটেছে যে সাধারণ মানুষের সে কাজ করা সম্ভবপর নয়। উপরি উপরি কয়েকটি ঘটনার অবস্থা মিলিয়ে এইটুকু বোঝা গেছে জানোয়ারটা ভীষণ বুদ্ধিমান, অত্যন্ত বলবান আর অদ্ভুত চট্‌পটে। মধ্যে মধ্যে শেষ রাত্রের দিকে তার অদ্ভুত ডাক শোনা যায় আহা-হা-উ-উ-উ-হো'। আর তারপরই একটি মানুষ অদৃশ্য হয় পাড়া থেকে।

টাঙ্গানিকা অঞ্চলের কয়েকটি ইংরেজ শিকারী একবার এই অদ্ভুত ডাক শুনে জানোয়ারটার সন্ধানে সারা প্রদেশ টহল দিয়ে বেরিয়েছিল কিন্তু কেবল তারা মাঝে মাঝে তার ডাকই শুনেছিল চোখে কিছুই দেখতে পায় নাই। একটা জিনিস তারা লক্ষ করেছিল সেই বিকট হাসির শব্দ শোনামাত্র সারা জঙ্গল প্রদেশে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একটা প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছিল, আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারেরা উর্ধ্বশ্বাসে যে যে-দিকে পারছিল পালাচ্ছিল। নিরাশ হয়ে ইংরেজ শিকারীরা ফিরে এল, হারিয়ে এল তাদের এক জুলু পথ-প্রদর্শককে। একটা পাথরের আড়াল থেকে কে যেন ঝুঁটি ধরে এই বলিষ্ঠ জোয়ান লোকটিকে শূন্যে তুলে একটা 'বুসের' আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার আগে অরণ্য শোনা গেছিল সেই বিকট হাসি 'আহা-হা-উ-উ-উ-হো'।

কাগজে কাগজে চলেছে এই আলোচনা। শহরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে কেউ যেন সন্ধ্যার পর একা একা আর বিজন পথঘাটে না চলাফেরা করে। অস্ত্রহীন হয়ে কেউ আর সন্ধ্যার পর পথ চলে না। সারা অঞ্চলে পড়ে গেছে একটা মহা আতঙ্কের ছায়া। সরকার থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে একটা

মোটা টাকা। যে এই জানোয়ারটাকে জীবন্ত ধরতে পারবে তার জন্যে বিশেষ পুরস্কার আর সম্মানের ব্যবস্থা।

উবাঙ্গির ছেলে চুরি—ডার-এস্-সালামের সর্বপ্রথম ঘটনা। দেখতে দেখতে শহরময় রটে গেল। সর্বনাশ আবার কে কখন চুরি যায় ঠিক কি! সবাই তটস্থ, সবাই সন্ত্রস্ত।

কয়েকজন ইয়োরোপিয়ান শিকারী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সঙ্গে নিগ্রো আর জুলু সর্দারদের নিয়ে এই রহস্যময় জানোয়ারের সন্ধানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের এই যাত্রার আগেই আমাদের প্রবীর আর দীপক উবাঙ্গিকে সঙ্গে নিয়ে সকলের অজান্তেই বেরিয়ে পড়ল এক দুঃসাহসিক অভিযানে।

সেই রহস্যময় জানোয়ারের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আর ফেরার ইচ্ছা নাই।

তিন

শহরের এক প্রান্তে উবাঙ্গির বাড়ি। কয়েক ঘর মাত্র নিগ্রো সেখানে বাস করে। ছোট্ট একটি নিগ্রো পল্লী বলা যায়। পল্লীর শেষে প্রকাণ্ড এক মাঠ তারপরই নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের গাছ-পালার সারিগুলি দূর থেকে ঘন নীল মেঘের মত দেখায়। মাঠের মধ্যে মধ্যে আফ্রিকার নামজাদা 'বুস্' বা ঝোপ।

এই সব 'বুস্'গুলো সাধারণ ঝোপ নয়, মস্ত মস্ত উঁচু ঘাসের জঙ্গল, জন্তু জানোয়ারেরা বেমালুম এখানে আত্মগোপন করে থাকতে পারে আর অতর্কিতে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে। কাজেই

সাধারণত সবাই এই সব মারাত্মক ঝোপ ঝাড়গুলিকে যথা সম্ভব এড়িয়েই চলে।

উবাঙ্গিকে সঙ্গে নিয়ে প্রবীর আর দীপক এসে হাজির হল এই নিগ্রো পল্লীতে। এখান থেকেই উবাঙ্গির ছেলে চুরি গেছে।

প্রবীর উবাঙ্গিকে বললে—'যে জায়গা থেকে তোমার ছেলে চুরি গেছে সে জায়গাটা আমি একবার ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই।'

দীপক বললে—'সে জায়গাটা দেখে তেমন লাভ হবে কি প্রবীর? চোর তো আর সেখানে লুকিয়ে নাই।'

'আহা, চোর লুকিয়ে থাকবে কেন', প্রবীর উত্তর দিল—'হয় তো কোন গোপন তথ্য আমরা আবিষ্কার করতে পারি সেখানে।'

উবাঙ্গি তাদের নিয়ে এল তার ঘরের সামনে। বাড়িতে তার কেউ নাই। সংসারের মধ্যে সে তার ছেলে কিলেম্বা। কিলেম্বার মা মারা গেছে বহুদিন।

উবাঙ্গি বললে—'কাল শেষ রাত্রে কিলেম্বা একবার বাইরে বের হয়েছিল তারপর থেকে আর ফেরে নি।'

প্রবীর প্রশ্ন করল—'ঠিক কোন জায়গায় সে গিয়েছিল বলতে পার উবাঙ্গি?'

উবাঙ্গি উত্তর দিল—'তা তো ঠিক বলতে পারি না হুজুর, তবে এই পশ্চিম দিকের দুয়ার খুলে মাঠের দিকেই সে বের হয়েছিল বলে জানি।'

'বেশ বেশ উবাঙ্গি, কিলেম্বা কি বিনা অস্ত্রে বাইরে বের হয়েছিল?' —প্রশ্ন করল প্রবীর।

'না, রাত্রে বাইরে বেরুবার সময় আমরা কেউ-ই বিনা অস্ত্রে বের হই না। কিলেম্বার হাতে ছিল একটা কাঠ কাটবার টাঙ্গি।'—উবাঙ্গি উত্তর দিল।

যে জায়গা থেকে কিলেম্বা অদৃশ্য হয়েছে প্রবীর আর দীপক বেশ মনোযোগ দিয়ে সেই জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগল।

জায়গাটা স্যাতস্যাতে, মাঝে মাঝে একটু আধটু জল জমে

ছিল। প্রবীরদের সাড়া পেয়ে কতগুলি ব্যাং লাফালাফি শুরু করে দিল।

দীপক তাকিয়ে দেখছিল দূরের 'বুস'গুলির দিকে। তার সন্দেহ কোন হিংস্র জন্তু হয়তো কিলেম্বাকে আক্রমণ করে তুলে নিয়ে গেছে ঐ ঝোপগুলোর মধ্যে। তার ইচ্ছা এই 'বুস্'গুলো একটু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে। পরীক্ষা করার উপায় হচ্ছে, 'বুসে'র ধারে গিয়ে খুব জোরে 'ক্যানেস্তারা' পিটানো আর সবাই মিলে হল্লা করা। তা হলেই ভয় পেয়ে ভিতরের জন্তু জানোয়ারেরা লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে পিট্‌টান্ দেবে। তারপর ভিতরে ঢুকে কিলেম্বার সন্ধান করা।

কিন্তু ঝোপ তো আর একটা আধটা নয়, অসংখ্য। কাজেই দীপকের কল্পনাটা বাস্তবে পরিণত হবার বিশেষ কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

এর মধ্যে পাড়ার আরো কয়েকটি নিগ্রো এসে জুটে গেছে। তারা সবাই বললে—'কাল রাত্রে তারা সকলেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। এ রকম অদ্ভুত ভয়ঙ্কর আওয়াজ তারা আর জীবনে শোনে নাই।'

দীপক প্রশ্ন করল—'আওয়াজটা কি কোন জন্তু জানোয়ারের ডাকের মত?'

তারা উত্তর দিল—'ঠিক জন্তু জানোয়ারের মত নয়, আবার মানুষের মতও নয়। মানুষের গলার স্বর অত বিকট আর অত জোরাল হতে পরে না।'

প্রবীর এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে স্যাতস্যাতে জলা জায়গাটা পরীক্ষা করছিল হঠাৎ বলে উঠল—'দীপক, দীপক এদিকে এস, এই দ্যাখো—'

দীপক প্রায় এক লাফে তার কাছে এসে হাজির।

প্রবীর একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—'এই দ্যাখো।'

'কী ব্যাপার।' দীপকের চোখে মুখে গভীর বিস্ময়।

'পায়ের ছাপ—'

'এঁ্যা! কার!'

'মনে হয় সেই রহস্যময় জীবটার, ছাখো কী প্রকাণ্ড পায়ের আকার তার।' এই বলে প্রবীর হাক দিয়ে ভালো করে মেপে বললে— 'প্রায় আধ হাত পায়ের পাতা, আর এটাও বোঝা যাচ্ছে জীবটা চার পায়ে চলে না, চলে দুই পায়ে। কারণ পায়ের ছাপ দেখে চলার ধরনটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঐ ছাখো সারি সারি পায়ের ছাপ, মনে হচ্ছে জানোয়ারটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলা-ফেরা করে।'

পায়ের ছাপগুলি দেখে দীপকের মুখও বিশেষ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে বললে 'কিন্তু ভাই প্রবীর যত বড় ছাপই হোক্ না কেন, আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে এ কোনো দানবীয় আকারের মানুষের পায়ের ছাপ। কোনো জীব জন্তুর পায়ের ছাপ নয় এ গুলি, এই ছাখো পরিষ্কার পাঁচটি আঙুলের ছাপ পড়েছে এই কাদার মধ্যে।'

দীপকের কথাগুলি প্রবীর অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনল, তার কথাগুলি উড়িয়ে দেবার কোনো যুক্তি সে যেন খুঁজে পেল না।

উবাঙ্গি বললে—'হুজুর এদেশের উগাণ্ডা প্রদেশের জংলা অঞ্চলে এক রকম রাক্ষুসে জাত বাস করে। তারা আকারে যেমন প্রকাণ্ড, তাদের বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। তারা অনেক সময় তাদের উৎসব উপলক্ষে মানুষের মাংসে ভোজ লাগায়। তারা অতি সাংঘাতিক হিংস্র জাতি। আমার মনে হয় তাদেরই কেউ হয়তো আমার কিলেম্বাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

উবাঙ্গির কথাটা দীপক বা প্রবীর কেউ-ই যেন উড়িয়ে দিতে পারল না।

চার

প্রবীরদের অতি বিশ্বস্ত চাকর এই উবাঙ্গি। তারা যখন প্রথম প্রথম এই আত্মীয়-বন্ধু বর্জিত অজানা দেশে এসে হাজির হয়েছিল, তখন তারা প্রধান আত্মীয় ও বন্ধুরূপে পেয়েছিল এই উবাঙ্গিকে।

উবাঙ্গি জাতিতে নিগ্রো, কিন্তু অসভ্য বলতে যা বোঝায় তা নয়। তার শারীরিক শক্তি যেমন অসীম, মনের উদারতাও তেমনি অত্যন্ত বেশি। প্রবীরদের এই আর্থিক উন্নতির মূলে উবাঙ্গির সহায়তা যে কতখানি তা প্রবীররা ভালো করেই জানে। আর জানে বলেই, তার এই বিপদে তারা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

প্রবীররা যখন প্রথম এখানে আসে তখন কিলেম্বা নেহাত শিশু। তারপর তাদের চোখের সামনেই সে ক্রমে বড় হয়ে উঠেছিল। কিলেম্বার মায়ের মৃত্যুর পর তারা নানা ভাবে কিলেম্বাকে সাহায্য করেছিল—তার যেন কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিল। কিলেম্বাও তার বাবার সঙ্গে রোজই আসত প্রবীরদের বাড়ি আর ছোটখাটো ফুট-ফরমাস খাটত। সেই কিলেম্বা হঠাৎ রহস্যজনক-ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় প্রবীরদের বিস্ময়ের চেয়ে দুঃখ হয়েছিল বেশি।

উবাঙ্গির বাড়ির চারিধার ভালো করে পরীক্ষার পর দীপক বললে—'তা হলে এখন কি করতে চাও প্রবীর?'

প্রবীর বললে—'যে করেই হোক এই দানবটাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে, আর কিলেম্বাকে উদ্ধার করতেই হবে।'

'তুমি কি মনে কর কিলেম্বা বেঁচে আছে?' প্রশ্ন করল দীপক।

প্রবীর উত্তর দিল—'বেঁচে আছে কি দানবটা তাকে মেরেই ফেলেছে, এ অনুমান করা শক্ত। তবু আমাদের একবার চেষ্টা করা দরকার। যদি বেঁচে থাকে আর এই টাঙ্গানিকা অঞ্চলে থাকে তবে একবার শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব।'

দীপক বললে—'তা হলে কি এখন থেকেই খোঁজা শুরু করতে চাও?'

'হ্যাঁ এখন কিছুক্ষণ সময় আমাদের প্রাথমিক তদন্ত করতে হবে। তারপর—'

প্রবীরের কথা শুনে দীপক বলে উঠল—'প্রাথমিক তদন্তটা কি ঠিক মত বুঝতে পারলাম না প্রবীর!'

প্রবীর উত্তর দিল—'এই যে সারি সারি পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছ এইগুলিকে অনুসরণ করতে হবে এখন আমাদের।'

'তার মানে বলতে চাও ঐ দূরের জঙ্গলটা পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে। পায়ের সারিগুলি দেখে মনে হচ্ছে—এই জঙ্গলটার দিকেই চলে গেছে সেই অমানুষিক মানুষটা। কোনো 'বুস্'-টুসের মধ্যে লুকিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

দীপকের কথা শুনে প্রবীর বললে—'হ্যাঁ ভাই, জঙ্গলে তো আমাদের যেতেই হবে। আমার মনে হয় জঙ্গলের কাছাকাছিই কোথাও সেই রাক্ষুসে মানুষটা আস্তানা পেতেছে। কারণ ডার-এস্-সালামের কাছাকাছি অঞ্চলেই এখন আছে সেটা। খবরের কাগজ পড়ে যা জানা যায় তাতে মনে হয় প্রায় একমাস ধরে জন্তুটা এক এক অঞ্চলে বাস করে—তারপর উধাও হয়ে যায়। শহরে ত্রিশটি লোক চুরি যাওয়ার পর তার কাজ শেষ হয়, অন্য অঞ্চলে গিয়ে হানা দেয়।'

'কি সর্বনাশ, রোজ একটি করে লোক চুরি ? তাহলে বলতে চাও এই ডার-এস্-সালাম থেকে আরও উনত্রিশ জন লোক চুরি যাবে ?'

'হ্যাঁ সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তাই শুনছ না শহরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে কেউ যেন সন্ধ্যার পর বিনা অস্ত্রে বাইরে বের না হয়।' প্রবীর বললে।

'তা হলে এখন কি করা কর্তব্য বলে মনে করছ প্রবীর !' দীপক বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করল।

'আমরা এখন শুধু এই পায়ের দাগগুলি অনুসরণ করে দেখব মাত্র। তারপর আমাদের অভিযান শুরু হবে গভীর রাত্রে।' একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব নিয়ে প্রবীর এই কথাগুলি বলল।

'গভীর রাত্রে কেন ?'

'আমাদের আজ রাত্রে সতর্ক হয়ে লক্ষ করতে হবে সেই রহস্যময় জীবটার সেই অদ্ভুত ডাক। ডাক শোনা মাত্র আমাদের হাজির হতে হবে এই মাঠের ধারে। এই মাঠ দিয়েই জঙ্গলে যাবার একমাত্র পথ।'

'ডাক দিয়েই যে শয়তানটা এই পথের দিকে আসবে তার ঠিক কি !'

'আলবত ঠিক, এটা বুঝতে পারছ না দীপক ; ডাক দিয়েই সে একটা লোক চুরি করবে। তারপর আর কি শহরের মধ্যে থাকে ? এই পথেই বাছাধনকে আসতে হবে। তারপর আমাদের কাজ আমরা করব।'

প্রবীরের কথা শুনে দীপক বললে—'দুর্বৃত্তটাকে কি খতম করতে চাও ?'

'না-না, তা হলে আমরা কিলেম্বার খোঁজ পাব না। আমরা শুধু গোপনে অনুসরণ করব। যাই হোক, সে পরের কথা পরে, এখন চল ঐ জঙ্গলের দিকে যাওয়া যাক্।'

পাঁচ

প্রকাণ্ড দিগন্তপ্রসারী মাঠ। মাঝে মাঝে ঘন ঝোপ। খুব সাবধানে লক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলেছে তিনজন—প্রবীর, দীপক আর উবাঙ্গি। তিনজনের হাতেই রাইফেল।

খানিকটা পথ এসে প্রবীর বললে—'দানবটার পায়ের ছাপ যেন এদিকে এসে হঠাৎ মিলিয়ে গেছে। তা হোক্ আমরা এই পায়ে চলা পথ ধরেই এগুব। জঙ্গল পর্যন্ত আমাদের আজ যাওয়া দরকার—'

'তা তো দরকার—কিন্তু ঐ গ্যাখো প্রবীর আমাদের সামনের ঝোপটা যেন হঠাৎ নড়ে উঠল। এখন এমন বাতাস নেই যে ঐ ভাবে ঝোপটা নড়ে উঠতে পারে।'

দীপকের কথা শেষ হতে না হতেই উবাঙ্গি বলে উঠল—'ঐ দেখুন মস্ত দুটো বুনো শূয়োর ঝটাপটি করছে'—বলতে বলতেই জন্তু দুটো তীরবেগে বেরিয়ে এল ঝোপের বাইরে। বাস্‌রে বাস্…কী বিরাট আকার তাদের! তারপরে নিজেদের ঝগড়া থামিয়ে দুজনেই হেলতে দুলতে তেড়ে আসতে লাগল প্রবীরদের দিকে।

'দুরুম—দুরুম' প্রবীর আর দীপকের হাতের অব্যর্থ সন্ধানে সেই বিরাট জন্তু দুটি মুহূর্তের মধ্যে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

'আজ এই হল আমাদের প্রথম শিকার'—হাসতে হাসতে দীপক বললে।

পাড়া ছেড়ে অনেকটা পথ তারা চলে এসেছে, জঙ্গলের গাছগুলি

এবার বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দু'চারটা ছোট ছোট পাথরের টিলাও তাদের পথে পড়েছে।

এদিকে প্রবীররা এই প্রথম এল। উবাঙ্গিও এই পথে বেশি চলাফেরা করে নাই, কারণ এদিকে বড় একটা কেউ আসে না। জায়গাটা যেমন জংলি তেমনি পাহাড়ি। এখানকার মস্ত পাহাড়শ্রেণী আবিসিনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশ এটা।

প্রবীর বললে—'আমার মনে হয় সেই রহস্যময় মানুষটা এই গহন প্রদেশেই বর্তমানে আড্ডা নিয়েছে। কারণ আত্মগোপন করবার এমন সুন্দর জায়গা আর ধারে কাছে একটাও নাই।'

দীপক বললে—'তবে তুমি কি বলতে চাও এই জায়গা থেকেই লোকটা রাত্রে শহরে এসে হানা দেয়।'

'আমার তো তাই মনে হয়।' প্রবীর আরো কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তিনজনেই চমকে উঠল, একটা বিকট চিৎকার শুনে 'আহা-হা-উ-উ-উ-হো'।

শব্দটা শুনে উবাঙ্গি লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বললে—'এই আওয়াজ শোনার পর থেকে আমার কিলেম্বা, প্রাণের কিলেম্বা অদৃশ্য হয়েছে।'

উবাঙ্গির কথা শুনে প্রবীর আর দীপকের তো বিস্ময়ের শেষ নাই। ওঃ কী বিকট আওয়াজ দুর্বৃত্তটার। সমস্ত পাহাড়ি প্রদেশটা যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল।

প্রবীর বললে—'খুব হুঁশিয়ার দীপক, শয়তানটা ধারে কাছেই কোথাও আস্তানা গেড়েছে, খবরদার যেন বুঝতে না পারে আমরা ওর খোঁজে এসেছি, তা হলেই পাখি পালাবে।'

উবাঙ্গি অধীর হয়ে বলে উঠল—'তা হলে আমার কিলেম্বা নিকটেই কোথাও আছে। হয়তো সে বেঁচেই আছে, আমি একবার প্রাণ খুলে চিৎকার করে ডাকি—'

'খবরদার, খবরদার ও কাজ করতে যেও না উবাঙ্গি, তা হলে

সমস্তই পণ্ড হবে। কিলেম্বাকে তো ফিরে পাবেই না, আমরাও বিপদে পড়তে পারি।' প্রবীর উবাঙ্গিকে হুঁশিয়ার করে দিল।

'এখন কি করা উচিত ?'

দীপকের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই প্রবীর বলে উঠল—'ঐ আবার শোনো—'

'আহা-হা-উ-উ-উ-হো' সেই বিকট অট্টরব এবার শোনা গেল কিছু দূর থেকে। দূরের একটা পাহাড়ের উপর।

'শিগ্‌গির চল দীপক ঐ শব্দটা অনুসরণ করি। ওর আস্তানাটা এখনই একবার জেনে গেলে মন্দ হয় না। শিকার হাতে পেয়ে ছাড়তে নাই'—এই বলেই প্রবীর উর্ধ্বশ্বাসে চলল সেই পাহাড়টার দিকে !

পিছন দিক থেকে দীপক বলে উঠল—'সর্বনাশ প্রবীর, একটা মস্ত গণ্ডার তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।'

উবাঙ্গি পিছন দিকে তাকিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল—'একটা নয়, অসংখ্য গণ্ডার ঝড়ের মত ছুটে আসছে।'

প্রবীর বললে—'যে রকম ভাবে ছুটে আসছে তাতে মনে হচ্ছে ওরা খুব ভয় পেয়েছে, বোধ হয় ওই রহস্যময় জীবটার ভয়ে ওরা ওই ভাবে ছুটে আসছে। যা হোক, শিগ্‌গির এসো এই বড় পাথরটার আড়ালে আমরা আত্মগোপন করি। তা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।'

ছয়

নিবিড় জঙ্গল। ক্রমেই যেন দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলটায় সাধারণত যেন লোকজনের চলাচল নাই। প্রকাণ্ড ভূখণ্ড জুড়ে এই পার্বত্য জঙ্গল-প্রদেশ সভ্যজগতের কাছে এখনো সম্পূর্ণ অজানা ও অপরিচিত। শিকারির দল মধ্যে মধ্যে এ অঞ্চলে আসে বটে তবে জঙ্গলের বেশি ভিতরে তারা প্রবেশ করে না। বাইরে থেকেই শিকারের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে যায়।

গণ্ডারের দল ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গেল বনের গভীরতম প্রদেশে। একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে প্রবীররা আত্মরক্ষা করল।

'উঃ বাঁচা গেল বাস্‌রে, ঐ রাক্ষুসে জন্তুগুলোর সামনে পড়লেই হয়েছিল আর কি! বলতে বলতে দীপক রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। 'এইবার ফিরে চল প্রবীর, বেলা অনেক হল'··· দীপকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উবাঙ্গি চেঁচিয়ে বললে—'শিগ্‌গির এদিকে সরে আসুন হুজুর, ঐ দেখুন প্রকাণ্ড একটা সাপ গাছের ডাল থেকে ঝুলে আপনার মাথা তাগ্‌ করছে।'

উবাঙ্গির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হল 'দুরুম' আর চোখের নিমেষে সেই প্রকাণ্ড সাপটার মাথা প্রবীরের বন্দুকের গুলিতে ফুটো হয়ে গেল।

'উঃ কী প্রকাণ্ড সাপ'! দীপক হাপ ছেড়ে বলল।

'এখনি হয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস উবাঙ্গির চোখে পড়েছিল

দীপক ও উবাঙ্গি একসঙ্গেই বন্দুক তুলল

আর ঠিক সময় মত আমি গুলি করতে পেরেছিলাম, নইলে ব্যাটা এক্ষুনি তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত—' হাসি মুখে প্রবীর বললে।

'চল এবার ফেরা যাক। আমাদের অভিযান তো এখনো শুরু হয়নি। বেশ ভালো মত প্রস্তুত হয়ে তবে আবার এই গহন জঙ্গলে প্রবেশ করতে হবে।'

দীপকের কথা শুনে প্রবীর বললে—'ফিরব তো বটেই, তবে যখন এসেই পড়েছি এ অঞ্চলে, শিকার-টিকার করে নিয়ে যাওয়া যাক, অন্ততঃ পাখিটাখি কিছু।'

উবাঙ্গি এবার কথা বলল—খুব আস্তে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে 'বড় শিকার হাজির হুজুর, ঐ দেখুন ঝোপে পাশে—,

—'ঝোপের পাশে কি ?' প্রশ্ন করল দীপক।

প্রবীর বললে—'চুপ, আস্তে কথা বল দীপক, বা-ঘ, প্রকাণ্ড বা-ঘ।'

'গুড়ি মেড়ে মেড়ে আমাদের এদিকেই আসছে।'

'ওঃ তাইত, মতলবখানা তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না, যে রকম গদাই-লস্করি চালে আসছে তাতে মনে হচ্ছে আমাদের অজান্তে ও আমাদের আক্রমণ করবে, কিন্তু তা কি হয়, এক্ষুনি দিচ্ছি ওর ভবলীলা ঘুচিয়ে।'

প্রবীর বললে—'তুমি দাঁড়িয়ে দেখ, আমি জানোয়ারটাকে ঘায়েল করি' এই পর্যন্ত বলেই প্রবীর প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'কি হল প্রবীর ?' দীপক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

'ভূতুড়ে ব্যাপার, ভূতুড়ে ব্যাপার! বাঘটাকে মারবার জন্য যেই বন্দুক তুলেছি অমনি পিছন দিক থেকে কে যেন হঠাৎ সবলে আমার বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।'

এ্যা বল কি প্রবীর ?' দীপক আর উবাঙ্গি দুজনেই যেন বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগল—

'আমার মনে হয় এ সেই রহস্যময় শয়তানটার কীর্তি! যাক, আগে তোমরা ঐ দুর্দান্ত বাঘটাকে শিকার কর তারপর অন্য কথা হবে।'

বাঘটা তখনো হেলে দুলে এগিয়ে আসছে, সুযোগ খুজছে লাফ মারবার। দীপক আর উবাঙ্গি দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুলল, কিন্তু বাঘ আর মারা হল না। সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে শব্দ হল—

'আহা-হা-উ-উ-উ-হো'। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ভীষণ রকম চমকে উঠে এক লাফে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কেউ আর তা বুঝতে পারল না।

সাত

রহস্যজনক ভাবে প্রবীরের বন্দুক উধাও! কী আশ্চর্য! প্রবীর বললে—'দীপক, আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে, সেই দুর্বৃত্তটা আমাদের ধারে-কাছেই বোধ হয় কোথাও আত্মগোপন করে আছে।'

দীপক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল— 'কিন্তু তোমার বন্দুকটা গেল কোথায়? কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!'

আবার খুব বিশ্বাস সেই শয়তনটারই কাজ এটা। হঠাৎ পিছন দিকের ঝোপের আড়াল থেকে একটা হ্যাচকা টান মেরে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।' গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রবীর উত্তর দিল।

'সেই মানুষটাই যে নিয়েছে এর প্রমাণ তুমি পেলে কি করে?' প্রশ্ন করল দীপক।

—'শুনলে না সেই প্রাণ-কাঁপানো হাসি! বন্দুক চুরির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকট অট্টহাসিতে সারা বনখানি যেন কেঁপে উঠল, দেখলে না সেই বাঘটাও কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল—।' প্রবীর চুপ করল।

উবাঙ্গি বললে—'এখন তবে কি করবেন ঠিক করলেন ? বন্দুকটার খোঁজ করবেন কি ?'

দীপক বললে—'সে কি আর পাওয়া যাবে উবাঙ্গি। সত্যিই যদি সেই রাক্ষুসে লোকটার হাতে বন্দুকটা গিয়ে থাকে তবে হয় তো'—

দীপকের কথা শেষ হতে না হতে প্রবীর বলে উঠল—'আঃ কী আপদ দীপক, ঐ দ্যাখো বুনো মহিষের পাল আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। এখানে থাকলে আত্মরক্ষা করা শক্ত হবে।'

'চালাব গুলি ?'

'না-না, খবরদার ; তা হলে ওদের আরো খেপিয়ে দেওয়া হবে। যখন দেখবে আত্মরক্ষা করবার আর কোনো উপায়ই নাই তখনই গুলি চালাবে, এখন এস আমরা ঐ ঝোপটার দিকে পালাই।' এই বলেই প্রবীর ছুটতে লাগল সেই ওপরের ঝোপটার দিকে, তার পিছনে ছুটে চলল দীপক আর উবাঙ্গি।

মস্ত নল-খাগড়ার ঝোপ। যেমনি ঘন তেমনি উঁচু। এর ভিতর ঢুকলে অনেকটা নিরাপদ।

মহিষের পাল তেমনি ভাবেই তেড়ে আসছে শিং নেড়ে, মাথা নিচু করে। সংখ্যায় অগুনতি।

ঝোপের আড়ালে তিনজনে চুপে চুপে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। হঠাৎ দীপক একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—'প্রবীর আমার বন্দুকটাও যেন কে কেড়ে নিয়ে গেল।'

'এ্যাঁ বল কি !' প্রবীর গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

একটু দূরেই বসেছিল উবাঙ্গি। সে এইবার বলে উঠল—'আমার বন্দুকটাও নাই, কে যেন হ্যাঁচকা টান মেরে নিয়ে চলে গেল।'

—'সর্বনাশ, এই মারাত্মক জঙ্গলে তিনজনেই সেরেফ অস্ত্রহীন !' প্রবীর বলে উঠল।

দীপক বললে—'আর এখানে থেকে কাজ নাই ভাই, চল এবার ঘরের দিকে। ফের যদি এদিকে আসতে হয় তবে ভালো করে অস্ত্র-শস্ত্র দল-বল নিয়ে আসতে হবে। বেলা প্রায় পড়ে আসছে, চল এবার বাড়ির দিকে।'

প্রবীর উত্তর দিল—'সত্যিই বলেছ দীপক। এ ভাবে অস্ত্রহীন হয়ে আর এখানে থাকা উচিত নয়। আবার আমাদের আসতে হবে কিলেম্বার খোঁজে।'

বুনো মহিষের দল প্রবীরদের খোঁজ না পেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

ঝোপ থেকে তিনজনে বেরিয়ে এল এবার। প্রবীর বললে—'কারো হাতে অস্ত্র নাই, কাজেই খুব সাবধান। সেই রহস্যময় শয়তান কিন্তু আমাদের অনুসরণ করতে পারে। চারিধারে বিশেষ লক্ষ রেখে আমাদের এখন বাড়ির দিকে ফিরতে হবে।'

উবাঙ্গি বললে—'আমার সঙ্গে ছোরা আছে। আমি আপনাদের আগে আগে পথ চলি, আপনারা আমার পিছনে পিছনে আসুন।'

আট

জঙ্গলে প্রবেশ করা যতটা সহজ হয়েছিল, বাইরে বেরুনো ঠিক ততটা সোজা বলে বোধ হল না।

প্রায় এক ঘণ্টা এধার ঘুরে প্রবীররা রীতিমত পরিশ্রান্ত হয়ে উঠল। উবাঙ্গিরও এ জঙ্গলের সঙ্গে পরিচয় নাই, কাজেই সেও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না বাইরে যাবার পথ কোন দিকে।

একটা পাথরের উপর দীপক

থপ্ করে বড়ে পড়ে বলল জঙ্গলের গোলক-ধাঁধাঁয় পড়া গেছে, বাস, কোন দিকেই এর পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

উবাঙ্গি বললে—'এ ভাবে ঘুরে আন্দাজে পথ ঠিক করা সোজা হবে না। দাঁড়ান, আমি একটা উঁচু গাছে উঠে দেখি যদি কিছু কিনারা পাওয়া যায়।'

প্রবীর বললে—'আমরা অনর্থক ঘুরতে ঘুরতে আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি। সূর্য আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। সন্ধ্যা হবারও বিশেষ দেরি নাই। আফ্রিকার এই দুর্দান্ত জঙ্গলের মধ্যে নেহাত অস্ত্রহীন আমরা। প্রতিপদে বিপদের সম্ভাবনা। শুধু মনের জোর আর উপস্থিত বুদ্ধিই এখন আমাদের সহায় আর একমাত্র ভরসা, বুঝলে দীপক!'

দীপক গম্ভীর হয়ে বললে—'যে দুটি অস্ত্রের নাম তুমি করলে প্রবীর অর্থাৎ মনের জোর আর উপস্থিত বুদ্ধি, আসন্ন বিপদের সময় তা আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারব জানি না। এখন যে রকম করেই হোক্ এই জঙ্গলের বেড়াজাল থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া একান্ত দরকার। ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে আসছে। সারা রাত এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে থাকলেই তো হয়েছে আর কি!'

উবাঙ্গি ততক্ষণ একটা উঁচু গাছের আগডালে উঠে পড়েছে।

'কিছু ঠিক করতে পারলে উবাঙ্গি!' চিৎকার করে প্রশ্ন করল দীপক।

উপর থেকে উত্তর এল—'না হুজুর, যে দিকে তাকাই শুধু ধূ-ধূ করছে—জঙ্গল আর জঙ্গল—কোনো দিকে শহর বা বস্তির কোনো হদিস পাচ্ছি না।'

নিরাশ হয়ে উবাঙ্গি নেমে এল গাছ থেকে। বললে—'আজ রাতটা নেহাত এই জঙ্গলেই কাটাতে হবে দেখছি। আর কোনো উপায়ই দেখছি না।'

প্রবীর বললে—'সত্যিই তা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। কাল সকাল হলে একবার ভালো করে পথের খোঁজ করতে হবে।'

দীপকের মন বিষাদে ভরে উঠেছে। জঙ্গল নয় তো সাক্ষাত যমের দুয়ার। এই জঙ্গলে রাত কাটানো মানে মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে থাকা। সে নিরাশ হয়ে বললে—'এখানে রাত কাটানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই তা তো বুঝলাম, কিন্তু কাটাবে কোন জায়গায় ? বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার, সাপ কোন বন্ধুরই তো অভাব নাই এখানে।'

প্রবীর বলে উঠল—'এ ছাড়াও আমাদের আর একজন বড় জবরদস্ত বন্ধু আছে এখানে, সেই রহস্যময় প্রাণী, সেই অদৃশ্য বন্ধু। কাজেই বেশ হুঁশিয়ার হয়ে একটা ভালো গাছ বেছে নিয়ে, সতর্ক-ভাবে আমাদের তার উপর রাত্রিবাস করতে হবে।'

এ ভিন্ন অন্য আর কোনো উপায় নাই। উবাঙ্গি কাছেই একটা বেশ বড় গাছ দেখিয়ে বললে—'সামনের গাছটা বেশ মস্ত বলেই মনে হচ্ছে। ডালগুলিও বেশ চওড়া, চলুন ঐ গাছটার উপর আমরা গিয়ে উঠি। নিচে আর বেশিক্ষণ থাকা' —

উবাঙ্গির কথা শেষ হতে না হাত দীপক অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—'ঐ দ্যাখো সামনের ঝোপের পাশে দুটো জ্বলন্ত চোখ।'

'চট্‌পট চলে এস দীপক, তাড়াতাড়ি গাছের ওপর ওঠা যাক।' বলেই ছুটে চলল প্রবীর, দীপক আর উবাঙ্গিও তাকে অনুসরণ করল।

নয়

কি ভয়ঙ্কর রাত্রি। শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম আফ্রিকার জঙ্গলে অন্ধকার রাতের মূর্তি যে কি ভীষণ হতে পারে প্রবীররা আজ তা প্রত্যক্ষ করল।

গাছের একটা উঁচু মোটা ডালে সারা রাত জেগে বসে তারা কাটিয়ে দিল।

নিরুপায়, নিরাশ্রয়, নিরস্ত্র তিনটি প্রাণী এই মৃত্যুপুরীতে সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু তবু একেবার হাল ছেড়ে দেবার লোক তারা নয়। উবাঙ্গি বলেছে সকাল হলেই তিনটি মোটা মোটা ডাল সংগ্রহ করে তারা আত্মরক্ষার অস্ত্র করে নেবে।

রহস্যজনকভাবে তাদের অস্ত্রগুলি অদৃশ্য হওয়ায় বাস্তবিকই তারা বিশেষ রকম আশ্চর্য হয়ে গেছে। কিন্তু কার এই কাজ তা এখন ঠাহর করা মুশকিল। সেই রহস্যজনক অসভ্যটার কাজই এটা হবে, এটাই প্রবীরদের ধারণা।

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, দীপকের চোখে এসেছে শুধু একটু ঘুমের ঢুলুনি এমন সময় তাদের গাছটা হঠাৎ দুলে উঠল।

'একি প্রবীর, ভূমিকম্প নাকি!'

'তাই তো কি ব্যাপার, গাছটা যে ভয়ঙ্কর ভাবে দুলছে!' প্রবীর বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল।

উবাঙ্গি নিচের অন্ধকারের দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বললে— 'না না ভূমিকম্প নয়, ঐ দেখুন'—প্রবীর আর দীপক নিচের দিকে

তাকিয়ে যেন কিছুই বুঝতে পারল না, 'কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঐ যে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঘসছে একটা প্রকাণ্ড হাতি, তারই ধাক্কায় দুলছে সমস্ত গাছটা।'

উবাঙ্গির কথায় প্রবীর আর দীপক বেশ ভালভাবে লক্ষ করে দেখল বাস্তবিকই একটা বিকট ছায়ামূর্তি যেন তাদের গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'খুব সাবধান দীপক, যে ভাবে জানোয়ারটা গাছটাকে নাড়াচ্ছে তাতে টুপ করে আবার পড়ে না যাও। আরে একি দীপক কই?' বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল প্রবীর।

কিছু নিচে থেকে উত্তর এল—'প্রবীর, আমি হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা ডাল ধরে রক্ষা পেয়েছি।' বলতে বলতে দীপক আবার উপরে উঠে এল।

হাতিটা কিছুক্ষণ এই ভাবে গা চুলকিয়ে বিদায় নিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রবীর বললে—'আঃ বাঁচা গেল।'

'তুমি তো বলছ ভাই বাঁচা গেল, আবার যে এক আপদ এসে জুটল, মাথায় আমার চাঁটি মারে কে?' ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে দীপক।

উবাঙ্গি বললে—'ওটা নিশ্চয় প্যাঁচা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ দেখুন ব্যাটার কী ভীষণ রাক্ষুসে ঠোঁট, আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি মজা।' এই বলে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে সাঁই করে মারল প্যাঁচাকে লক্ষ করে। ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে একটা বিট্‌কেল শব্দ করে পাখিটা উড়ে পালাল।

রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে—আকাশের গায়ে জেগেছে আলোর আমেজ। এখন চারিধারটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। সারা জঙ্গলখানি পাখির আকুল গানে যেন মুখর হয়ে উঠেছে। আর একটু আলো হলেই প্রবীররা গাছের থেকে নামবে—কিন্তু নামতে হল তার আগেই।

হঠাৎ উবাঙ্গি চিৎকার করে বললে—'ঐ দেখুন হুজুর একটা সাপ আগডাল থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে আমাদের লক্ষ করে। ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে সাপ…ঐ দেখুন, শয়তানের চোখ দুটো কেমন জ্বলছে…আর লক্‌লকে জিভটা—'

উবাঙ্গির কথা শেষ হতে না হতেই তিনজনে ঝুপ ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে পড়ল।

গাছের নিচে নেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দীপক বললে—'বাস্‌রে বাস্, বিপদের শেষ নাই। বাঘ সিংহকে বিশেষ ডরাই না, কিন্তু সাপের কথা শুনলে আমাদের কেমন জানি গাটা শিউরে উঠে। কখন যে অতর্কিতে এসে এরা আক্রমণ করে বসে তা আগে থেকে টের পাওয়া যায় না। এ রকম গোপন শত্রু আর নেই দুনিয়ায়।'

উবাঙ্গি বললে—হ্যাঁ, কিন্তু ওদেরও আবার শত্রু আছে অনেক।'

প্রবীর বললে—'কথায় বলে সাপ বেজিতে সম্বন্ধ! বেজি হচ্ছে সাপের একটা মস্ত বড় শত্রু। বেজির খপ্পরে পড়লে সাপ বাছাধনের আর রক্ষা নাই।'

উবাঙ্গি তার কথায় সায় দিয়ে বললে—'হাঁ হুজুর একজাতীয় বেজি এই জঙ্গলে দেখা যায় বটে কিন্তু এখানকার কেরানি পাখি সাপের প্রধান শত্রু। সাপ এদের নজরে পড়লে আর রক্ষা নাই। পায়ের ধারালো নখের আঘাতে ঘায়েল করে, মাথাটা চেপে ধরে সাপের সমস্ত শরীরের মাংস ছিড়ে খায়, তারপর মাথার হাড় চূর্ণ করে এক সঙ্গে সমস্তটাই গিলে ফেলে।'

দীপক বললে—'আমাদের দেশে 'হাড়িয়া কুক্কু' নামে একরকম পাখি আছে, এরা সাপ দেখলেই তাড়া করে—আর ঠোঁটের ঘায়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে।'

সাপের আরও অনেক রকম শত্রু আছে। ছয় সাত ইঞ্চি ছুঁচো

জাতীয় প্রাণীরা সাপের বড় রকমের শত্রু। তারাও সাপ খায়। সাপ দেখলেই এরা এক পাশ থেকে বিদ্যুৎ বেগে সাপের উপর লাফিয়ে পড়ে আর চোখের নিমেষে ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে শিরদাঁড়া ভেঙে দেয়। সাপ তাদের কিছুতেই কায়দায় আনতে পারে না।

বিড়ালও সাপের শত্রু। সাপ দেখলেই তারা আঁচড়ে কামড়ে প্রায় আধমরা করে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে। কোনো কোনো জাতীয় মেছো কুমিরও সাপের ভয়ানক শত্রু। তারা সাপ খেতে খুব ভালোবাসে। যেখানে কুমিরের সংখ্যা বেশি সেখানে সাপের উপদ্রব কম!

গোসাপেরাও সাপের মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। সাপ দেখতে পেলেই তারা আক্রমণ করে, এমন কি গর্ত খুঁড়েও সাপ বের করে তারা খায়। সাপের ডিম আর বাচ্চা গোসাপের অতি উপাদেয় খাদ্য। বোয়াল মাছেরাও অনেক সময় সাপ খায়। কোনো কোনো আফ্রিকার মাছের পেটেও আস্ত সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

আমেরিকার জঙ্গলে 'অপোসাম' নামে একরকম হিংস্র প্রাণী আছে। দেখতে এরা ইঁদুরের মতই ছোট কিন্তু এরা সাপের অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। সাপই এদের প্রধান খাদ্য। সাপ একবার নজরে পড়লে আর রক্ষা নাই। যত বড় বিষাক্ত সাপই হোক্ না কেন, এদের পাল্লায় পড়লে আর উদ্ধারের কোনো আশাই নাই। অনেক সময় 'অপোসাম' দেখলেই সাপ পালিয়ে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মারাত্মক জীবটি তাদের খুঁজে বের করে আর ধারালো দাঁতের সাহায্যে সাপের শিরদাঁড়া ভেঙে তাদের মেরে ফেলে। সাপের সমস্ত শরীরটাই 'অপোসাম' চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, কোনো অংশই বাদ দেয় না।

আফ্রিকার কেরানি পাখির মত কোরাল জাতীয় পাখিরাও সাপের শত্রু। সাপ দেখতে পেলেই এরা উঁচু গাছ থেকে ঝুপ করে তার উপর

পড়ে আর পায়ের ধারালো নখের সাহায্যে শিকার ধরে গাছের ডালে নিয়ে যায় আর ডালের উপর আছড়ে আছড়ে মেরে মাংস কুরে খেয়ে খেয়ে হাড়গোড়গুলো ফেলে দেয়।

বাজপাখিও সাপ শিকারে ওস্তাদ! মাঠে ঘাটে সাপ দেখতে পেলেই তারা ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়। তারপর নখ দিয়ে তার শিরদাঁড়া ভেঙে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

হাড়িচাঁচা পাখিও সাপের শত্রু। সাপ এদের নজরে পড়লে আর রক্ষা নাই। পায়ের ধারালো নখের আঘাতে ঘায়েল করে মাথাটা চেপে ধরে সাপের সমস্ত শরীরের মাংস ছিঁড়ে খায়, তারপর মাথার হাড় চূর্ণ করে একসঙ্গে সমস্তটাই গিলে ফেলে।

অনেক জাতীয় ঈগলও সাপের শত্রু! বন-মোরগ আর ময়ূরও সাপের শত্রু।

এই রকম সাপের শত্রু সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে তিনজনে ক্রমে এগিয়ে চলল।

দশ

ক্রমে বেলা বেড়ে উঠছে কিন্তু প্রবীররা আর কিছুতেই জঙ্গলের বাইরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে তারা হাজির হল একটা খালের ধারে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবাই অত্যন্ত কাতর।

দীপক বললে—'আর যে চলতে পারছি না ভাই প্রবীর, সেই কাল থেকে পেটে কিছু পড়ে

নাই। খিদের চোটে পেটের নাড়ি ভুঁড়িগুলি শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে—'

প্রবীর বললে—'আমারও তো সেই অবস্থা ভাই, এস পেট ভরে এই খালের জল খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে—'

উবাঙ্গি বললে—'খালের ধারে ঐ দেখুন কতগুলি বুনো কলাগাছ। আপনারা একটু বসুন—আমি কিছু কলা পেড়ে নিয়ে আসি।'

উবাঙ্গি কলা পেড়ে নিয়ে এল, তাই খেয়ে তিনজনে আবার যেন অনেকটা তাজা হয়ে উঠল। বুনো কলা হলেও অত্যন্ত মিষ্টি আর সুস্বাদু। ফলগুলি খেয়ে দীপকের তো আর আনন্দের শেষ নাই। ফল খাওয়ার পর পেট ঠেসে খালের জল খেয়ে দীপক সবুজ ঘাসের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আঃ কী আরাম!

খালটা কিছু দূরে গিয়েই বেঁকে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল অতি দূর থেকে বাঁকের মুখ দিয়ে একখানা নৌকা তর্ তর্ করে এগিয়ে আসছে।

নৌকাটিকে দূর থেকে আসতে দেখে উবাঙ্গি ফিস্ ফিস্ করে বললে—'শিগ্‌গির আসুন আমরা এই পাশের ঝোপটার আড়ালে লুকাই—।'

প্রবীর বললে—'লুকাব কেন, আবার কোনো জন্তু জানোয়ার চোখে পড়ল নাকি?'

'না—না, জন্তু জানোয়ার নয়, ঐ দেখুন নৌকা বেয়ে আসছে কয়েকটি নরখাদক। ওরা মানুষ হলেও ভয়ানক হিংস্র। মানুষ খেতে ওরা বড়ই ভালোবাসে। আমাদের দেখতে পেলে ওরা সহজে ছাড়বে না—ঐ দেখুন হাতে ওদের মারাত্মক অস্ত্রগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। এখনো আমাদের দেখতে পায় না,—শিগ্‌গির আসুন—ঐ ঝোপটার আড়ালে।'

বেশ হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিল দীপক—উবাঙ্গির কথা শুনে চট্‌পট্

উঠে পড়ল তারপর আর বাক্য ব্যয় না করে প্রবীর আর উবাঙ্গির সঙ্গে গিয়ে একটা ঝোপের ভিতর আত্মগোপন করল।

'আঙ্গা বাঙ্গা লিম্পো পো,
কুয়ালু লাম্পর সিম্বো পো—
ওয়া—হা—হা।'

ঝোপের আড়াল থেকে প্রবীররা শুনতে পেল সেই নর-রাক্ষসদের ভীতিপূর্ণ গানের রেশ। নৌকাটি ততক্ষণ অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ঝোপ সরিয়ে প্রবীরা যে দৃশ্য দেখল তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে যেতে চাইল।

লোকগুলির চেহারা অত্যন্ত দীর্ঘ, সাধারণত অত লম্বা চওড়া লোক দেখা যায় না। দানবের মত চেহারা প্রত্যেকটির। দলে চার পাঁচজন লোক, একটি লোক আবার আকারে সকলকে ছাড়িয়েছে, সে-ই বোধ হয় দলপতি।

লোকগুলি ভারি খুশি হয়ে গান গাইতে গাইতে নৌকা বেয়ে আসছে। নৌকাটি কাছে আসতেই দেখা গেল নৌকার মধ্যে কয়েকটি মানুষ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

দীপক ফিস্ ফিস্ করে বললে—'ঐ ত্যাখো নৌকার মধ্যে তিনটি বন্দুক রয়েছে…আমাদের সেই চোরাই বন্দুকগুলি নয় তো!'—

প্রবীর যেন উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠল।

উবাঙ্গি প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠল—'ঐ যে কিলেম্বা—আমার ছেলে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে নৌকার উপর?'

হঠাৎ একটা বিকট হাসিতে বনভূমি যেন কেঁপে উঠল—'আহা-হা-উ-উ-উ-হো'!

দীপকরা তাকিয়ে দেখল সেই দানবের আকারের দলপতিটা একটা অদ্ভুত চোঙার মত শিঙা মুখে নিয়ে আওয়াজ করছে—'আহা-হা-উ-উ-উ-হো'। আর সেই ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিকের প্রকৃতি

যেন থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠছে। এ আওয়াজের সঙ্গে প্রবীররা আগেই পরিচিত।

আবার বিকট গলায় উৎকট গানের রেশ ভেসে এল।

"আঙ্গা বাঙ্গা লিম্পো পো,
কুয়ালু লাম্পর সিম্বো পো—
ওয়া—হা—হা।"

এগারো

সেই রহস্যজনক জানোয়ারটার খোঁজ পাওয়া গেছে দৈবাৎ—মানুষরূপী জানোয়ার। ঐ যে অতিকায় দানবের মত লোকটা, ওটাই নিশ্চয়ই কিলেম্বাকে চুরি করে নিয়ে আসছে। সেটাই সম্ভব, কারণ ওই রকম রাক্ষুসে আকারের লোকের কাছে এ কাজ কিছুমাত্র শক্ত নয়। আর প্রবীরদের অস্ত্রগুলি চুরি···তাও এদের দ্বারাই কৌশলে সম্পন্ন হয়েছে।

কিলেম্বাকে ঐ অবস্থায় দেখে উবাঙ্গি অস্থির হয়ে উঠল—এখনি সে যেন ছুটে গিয়ে ঐ সর্দারের টুঁটি টিপে ধরতে চায়।

প্রবীর আস্তে আস্তে বললে—'উবাঙ্গি, এ অবস্থায় আমরা কিছুতেই কিলেম্বা আর তার সঙ্গীদের উদ্ধার করতে পারব না। আমরা অস্ত্রহীন তার উপর ওদের কাছে আমরা একেবারে নেহাত ছেলেমানুষ।'

উবাঙ্গি বললে—'আমার ইচ্ছা করছে এখনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কিলেম্বাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।'

প্রবীর বললে—'সেটা এখন অসম্ভব। আমাদের এখন খুব সন্তর্পণে ওদের অনুসরণ করতে হবে। কোনো রকমে যদি বন্দুকগুলি বাগাতে পারি তা হলে আর চিন্তা নাই। এক মুহূর্তে কিলেম্বা আর তার সঙ্গীদের উদ্ধার করতে পারি।'

দীপক এইবার প্রশ্ন করল—'আচ্ছা এভাবে হাত-পা বেঁধে বন্দী করে ওরা কিলেম্বাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

উত্তর দিল উবাঙ্গি—'নিয়ে আবার যাবে কোথায়, মজা করে ভোজ লাগাবে। ওরা আফ্রিকার বড় ভয়ঙ্কর মানুষখেকো জাত। কোনো উৎসব উপলক্ষে ওরা শহর গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক চুরি করে নিয়ে যায়···তারপর আগুনে পুড়িয়ে দিব্বি ভোজ লাগায়। বোধ হয় ওদের কোন উৎসব এসেছে, তাই লোক সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে।'

'আঙ্গা বাঙ্গা লিম্পো পো
কুয়ালু লাম্পর সিম্বো পো—
ওয়া—হা—হা।'

আবার সেই প্রাণ-কাঁপান রাক্ষুসে গানের সুর!

প্রবীর বললে—'উবাঙ্গি, খালের ধার দিয়ে দিয়ে আমাদেয় ওদের অনুসরণ করতে হবে। খুব সাবধান যেন কোনো রকমে ওরা সন্দেহ না করে।

ঝোপের পাশ থেকে উঁকি মেরে দীপক বললে—'উঃ, কী বিদঘুটে চেহারা লোকগুলোর। কালো রংয়ের উপর সারা গায়ে শাদা শাদা উল্‌কি। কী বীভৎস চেহারা, বাস্‌রে। চোখগুলো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে শয়তানের মত।'

উবাঙ্গি ছল ছল চোখে চাপা গলায় বললে—'ঐ দেখুন হুজুর, আমার কিলেম্বা, আমার প্রাণের কিলেম্বা, কেমন নিরাশ হয়ে নৌকার উপর পড়ে আছে! ওর আর বাঁচবার আশা নেই। ওর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।'

প্রবীর বললে—'নিরাশ হয়ো না উবাঙ্গি। যখন একবার খোঁজ পেয়েছি তখন প্রাণপণ চেষ্টা করব ওর উদ্ধারের! তবে খুব সাবধানে আমাদের এখন চলতে হবে। বিপদের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আমরা গিয়ে পড়ছি। যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আমাদের জীবন সংশয় হতে পারে।'

উবাঙ্গি বললে—'আপনাদের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে হুজুর।'

প্রবীর বললে—'আর দেরি নয় ঐ যে নৌকাটা ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, শিগ্‌গির চল অনুসরণ করি!'

দূর থেকে গান ভেসে আসছে—

'আঙ্গা বাঙ্গা লিম্পো পো—
কুয়ালু লাম্পর সিম্বো পো—
ওয়া—হা—হা।'

খালের ধারে ঝোপের আড়ালে আড়ালে প্রবীররা চলল সেই নৌকাকে অনুসরণ করে।

বারো

আঁকা-বাঁকা খাল, তার ভিতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে সেই অসভ্যদের নৌকা। খালের জলের স্রোতও অতি ভীষণ!

প্রবীররা প্রায় ছুটে চলেছে খালের ধার দিয়ে। বিশ্রী জংলা জায়গা, সহজে কি আর এগুনো যায়। তবু তাদের অনুসরণ করতেই হবে সেই অসভ্যগুলোকে। একটু চোখের আড়ালে গেলেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দীপক বললে—'এর চেয়ে সাঁতার কেটে ওদের অনুসরণ করাও ঢের ভালো।'

উত্তর দিল প্রবীর—'জলে নামলে আর রক্ষা নাই, বাস্‌রে দেখছ না জলের মধ্যে কারা সব ভেসে ভেসে উঠছে।'

'ওঃ তাইত, বাস্‌রে বাস্‌ ভয়ঙ্কর সব কুমির যে! ঐ দ্যাখো এক ব্যাটা আমাদের দিকে কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।' দীপক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল।

উবাঙ্গি হঠাৎ বলে উঠল—'আবার এক বিপদ উপস্থিত ঐ দেখুন আমাদের সামনেই ঝোপের পাশে।'

প্রবীররা তাকিয়ে দেখল মস্ত একটা বুনো শুয়োর গাছের গুঁড়িতে দাঁত ঘসছে আর তার কুৎকুতে চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'বোধ হয় আমাদের এখনো দেখতে পায়নি'—ফিস্‌ ফিস্‌ করে প্রবীর বললে—'এস আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ি। বেশি সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়।'

প্রবীরের পরামর্শ মত তিনজনেই জানোয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে আবার খালের ধারে এসে হাজির।

এখানে খালটা আর আঁকা-বাঁকা নয়, যত দূর দৃষ্টি চলে সোজা চলে গেছে। প্রবীররা তাকিয়ে দেখল অসভ্যদের নৌকা ক্রমেই যেন দূরে চলে যাচ্ছে আর তাদের সেই বুনোভাষার অবোধ্য গান ভেসে আসছে—

'আঙ্গা বাঙ্গা লিম্পো পো—
কুয়ালু লাম্পর সিম্বো পো—
ওয়া—হা—হা।'

'এসময় যদি কোনো রকমে একটা নৌকা পাওয়া যেত আর আমাদের হাতে বন্দুকগুলি থাকত তবে একবার দেখতাম ব্যাটাদের গায়ের তেল কতখানি'-দীপক বলে উঠল।

উবাঙ্গি বলে উঠল—'যদি বরাতে থাকে তবে নৌকা একটা জুটেও যেতে পারে, ঐ দেখুন আমাদের পিছন দিক দিয়ে একটা অসভ্য একটা নৌকা বেয়ে এদিকে আসছে। মনে হচ্ছে হাতে ওর মাছ ধরা জাল, বোধ হয় মাছ ধরতে বের হয়েছে।'

প্রবীররা তাকিয়ে দেখল সত্যিই একটা লোক নৌকা বেয়ে এগিয়ে আসছে !

'আঃ, এই নৌকাটা যদি পাওয়া যেত' !—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দীপক বললে।

'আপনারা চুপ করে এই জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকুন, আমি চেষ্টা করে দেখি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কি না'—এই বলে উবাঙ্গি কিছুক্ষণ চুপ করে কি জানি ভেবে নিল, তারপর তুলে নিল প্রকাণ্ড একখানা পাথর।

লোকটা আপন মনে দাঁড় টানতে টানতে যেই সামনে এসেছে অমনি চোখের নিমেষে ঘটে গেল এক কাণ্ড। উবাঙ্গির বলিষ্ঠ হাতের পাথরখানি সবেগে গিয়ে লাগল তার মাথায় আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছিট্‌কে পড়ে গেল নদীর জলে। জলে পড়ামাত্র শুরু হল তুমুল আন্দোলন। কুমিরে কুমিরে লেগে গেল প্রবল ঝটাপটি। লোকটাকে একবার মাত্র দেখা গেল একটা ধাড়ি কুমিরের মুখে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তেরো

নৌকার মালিক গেল জলের তলায় চিরতরে অদৃশ্য হয়ে, শূন্য নৌকাখানি স্রোতের বেগে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে ভিড়ল।

উবাঙ্গি চট্‌পট দৌড়ে এসে নৌকাখানি ধরে ফেলল, তারপর প্রবীরদের উদ্দেশ্য করে বললে—'শিগ্‌গির উঠে আসুন এটার উপর, আমার কিলেম্বাকে নিয়ে দানবগুলি এখনি চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ঐ দেখুন তারা অনেক দূরে চলে গেছে।'

প্রবীর আর দীপকও আর সময় নষ্ট না করে উঠে বসল নৌকাখানাতে, উবাঙ্গি বেশ পাকা মাঝির মত দাঁড় টেনে চলল তাড়াতাড়ি।

এত সহজে একখানা নৌকা তাদের জোগাড় হয়ে যাবে প্রবীর, দীপক কিম্বা উবাঙ্গি কেউ তা আগে ভাবতে পারে নি। এটা ভগবানের বিশেষ দয়াই বলতে হবে। নৌকার মালিককেও যে এত সহজে বিনা অস্ত্রে অবাধে ঘায়েল করা যাবে তাও কল্পনার অতীতই ছিল।

প্রবীর বললে—'এবার যদি কোনো রকমে কয়েকটি বন্দুক জোগাড় করতে পারি তা হলেই আমাদের অভিযান সার্থক।'

দীপক বললে—'দস্যুগুলো যদি কোনো রকমে জানতে পারে আমরা তাদের অনুসরণ করছি তা হলে আর রক্ষা নাই। দূর থেকে ব্যাটারা বন্দুক চালিয়ে আমাদের জখম করতে পারে।'

উত্তর দিল প্রবীর—'ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বন্দুকগুলি হাত করেছে বটে, কিন্তু বন্দুকের ব্যবহার ওরা নিশ্চয়ই জানে না। তবে জানে যে ওগুলো সব মারাত্মক অস্ত্র। তাই সুযোগ পেলেই ওরা ওগুলি সভ্যজাতির হাত থেকে আগে কেড়ে নেয় নিজেদের নিরাপদ করতে।'

উবাঙ্গি একমনে দাঁড় টেনে চলেছে, দূরে বহু দূরে দেখা যাচ্ছে সেই অসভ্যদের নৌকা। তীর বেগে ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশের দিকে।

উবাঙ্গি চলেছে তীর ঘেসে যাতে কোনো রকমেই দস্যুগুলোর নজরে না পড়ে। তীরের পাশে ঘন ঝোপ জঙ্গল তারই আড়ালে আড়ালে বেশ নিপুণভাবে নৌকা চালাচ্ছে সে।

নৌকার উপর রয়েছে একখানা মস্ত মাছ ধরা জাল আর একটা টঁ্যাটার মত অস্ত্র। সেই অস্ত্রখানা নাড়তে নাড়তে দীপক বললে—'এখন সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন নই আমরা, এই টঁ্যাটাই আমাদের প্রধান অবলম্বন।'

'আর এই জালখানা! এটাই কি কম অস্ত্র নাকি!' পরিহাসের সুরে প্রবীর উত্তর দিল।

সামনে খালটা একটু বাঁকের মুখে ঘুরেছে। সেখানে নৌকাখানা আসবা মাত্র উবাঙ্গি চাপা গলায় বলে উঠল—'সর্বনাশ ঐ দেখুন সামনে একটা মস্ত বাঘ জল খাচ্ছে।'

এই দৃশ্য দেখে দীপকের মুখখানা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল। সে ফিস্ ফিস্ করে বললে—"ঐ ছ্যাখো প্রবীর, বাঘটা আমাদের দেখতে পেয়ে বিকট রকমের হাই তুল্ছে। ওর মতলব ভালো মনে হচ্ছে না।'

উবাঙ্গি বললে—'এইবার ব্যাটা বোধ হয় লাফ দেবে আমাদের তাক্ করে। নৌকা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবারও আর জো নাই।'

'তবে এখন কি করবে উবাঙ্গি, এক টঁ্যাটা ছাড়া আর কোনো অস্ত্রই যে আমাদের সঙ্গে নাই। টঁ্যাটা দিয়ে মাছই মারা যায়, বাঘের কি হবে। জলে ঝাঁপ দিয়ে যে আত্মরক্ষা করব তারও উপায় নাই। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ…'

প্রবীরের কথা শেষ হতে না হতেই বাঘটা দিল লাফ তাদের লক্ষ করে, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে উবাঙ্গিও অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে সেই মাছধরা প্রকাণ্ড জালখানা ছড়িয়ে দিল তার দিকে ছুঁড়ে।

হল এক অদ্ভুত কাণ্ড। সেই জালে জড়িয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাঘটা সটান পড়ল গিয়ে জলে। আর সেই সুযোগে উবাঙ্গি জোরে দাঁড় টেনে অনেকখানি এগিয়ে গেল।

দীপক বললে—'সভ্য মানুষ আমরা, আমাদের এই সব ভয়ঙ্কর জঙ্গলে অস্ত্র ছাড়া থাকবার উপায় নাই, কিন্তু এই সব হিংস্র জন্তু জানোয়ারেরা কেমন বিনা অস্ত্রশস্ত্রেই অবাধে রাজত্ব করছে এখানে।'

প্রবীর উত্তর দিল—'না হে দীপক, জীবজন্তুরা একেবারে অস্ত্রহীন নয়। ভগবান এদের অস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই। না হলে এদের আত্মরক্ষা করা সোজা হত না, আর নিজেদের পেটেরও কোনো ব্যবস্থা করতে পারত না। মানুষের ঘরে ঘরে যেসব সামান্য পুসি বেড়াল ঘুরে বেড়ায় তাদের একবার খেপিয়ে দাও দেখি, দেখবে কেমন তাদের থাবার তেজ। ঐ থাবাই হচ্ছে ওদের অস্ত্র। শিকারের উপর যখন তারা লাফিয়ে পড়ে তখন তাদের থাবা হয়ে ওঠে অতি মারাত্মক।'

ভালুকের থাবাও কি ভয়ানক। তার একটি ঘা খেলে আর কারুর রক্ষা নাই। এই সাংঘাতিক অস্ত্র দিয়ে সে তার চেয়ে শক্তিশালী জানোয়ারকেও অনেক সময়ে ঘায়েল করে ফেলে।

সাধারণত দাঁতই জন্তু জানোয়ারদের প্রধান অস্ত্র। হায়েনার দাঁত বড় ভীষণ। সে এই দাঁত দিয়ে একটা বড় ষাঁড়ের পায়ের হাড় ভেঙে ফেলতে পারে।

বাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তুর দাঁতের জোরও অতি ভীষণ। তারা এই দাঁতের সাহায্যে তাদের শত্রুদের অনায়াসে খতম করে ফেলে।

হাতি, বন-বরাহ এবং এক রকম হরিণের দাঁত আবার মস্ত অস্ত্র।

হাতি অবশ্য এই দাঁত দিয়ে অস্ত্রের বিশেষ কোনো কাজ করে না, তার অস্ত্র হচ্ছে সামনের দুটি পা। এই পা চালিয়ে সে অনেক বড় বড় শত্রুকে প্রায় থেঁতলে পিষে ফেলে। বন-বরাহের দাঁত দুটি তার মারাত্মক অস্ত্র। এই দাঁতের সামনে পড়লে আর রক্ষা নাই।

ছাগল, ভেড়া গরু, মহিষ প্রভৃতির শিং-ই হচ্ছে অস্ত্র। এরা অনেক সময় ঢুঁ মেরে অনেক শত্রুকে জখম করে ফেলে। এদের শিং আবার নানা ধরনের এক এক দেশের ছাগল ভেড়ার এক এক রকম শিংয়ের গড়ন। সবগুলিই তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র।

ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি জন্তু পায়ের ক্ষুরকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। এরা লাথি ছুঁড়তে ওস্তাদ। একবার যে ঘোড়া বা গাধার চাঁট খেয়েছে সেই জানে এদের লাথির ক্ষমতা কতখানি।

জিরাফ কিন্তু এদের মত লাথি ছুঁড়তে পারে না, তবে লম্বা গলা দিয়ে ঢুঁ মারতে এই জন্তুটি বিশেষ পটু।

সজারুর সমস্ত গায়েই অস্ত্র সাজানো। সারা গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটার ঝোপ। সাধারণ অবস্থায় এই সব কাঁটা থাকে তার গায়ের সঙ্গে লেগে, কিন্তু আত্মরক্ষা করবার সময় কাঁটাগুলো হয়ে পড়ে একেবারে খাড়া খাড়া। তখন কার সাধ্যি তার কাছে এগোয়।

কুমিরের অস্ত্র হচ্ছে তার লেজ। কুমিরের লেজ যেমনি পুরু তেমনি শক্ত। ভালো করে এর এক ঘা খেলে ভবলীলা সাঙ্গ হতে আর বেশি দেরি থাকে না।

পাখিদের আত্মরক্ষা করবার নানা রকম অস্ত্র আছে।

নৌকা এগিয়ে চলেছে সেই দূরের দস্যুদের অনুসরণ করে। প্রবীর, দীপক আর উবাঙ্গি এইভাবে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বাঘের মুখ থেকে অর্থাৎ সত্য মৃত্যুর হাত থেকে অভাবনীয়ভাবে রক্ষা পেয়ে তাদের প্রাণে যেন নবীন উৎসাহ জেগে উঠেছে।

চৌদ্দ

অত অদ্ভুত উপায়ে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

প্রবীর দীপককে বললে—'কেমন দীপক, বলেছিলাম না এই জালটাও আমাদের মস্ত একটা অস্ত্র। তোমার টঁ্যাটার চেয়ে এই জালখানিই আমাদের কাজে লাগল বেশি।'

দীপক বললে,—অদ্ভুত উবাঙ্গির উপস্থিত বুদ্ধি। এইভাবে জালখানি ছুঁড়ে না মারলে এতক্ষণ আমাদের অবস্থা যে কি হত তা বলা কঠিন।'

উবাঙ্গি দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে বললে—'ঐ দেখুন দূরে ঐ বাঁকটার মুখে অসভ্যগুলো নৌকা থামিয়েছে। ঐ দেখুন একজন একজন করে ডাঙায় নামছে।'

উবাঙ্গির কথাই ঠিক। প্রবীর আর দীপক ভালো করে তাকিয়ে দেখল কিছুটা দূরে একটা বাঁকের মুখে অসভ্যগুলো একে একে নামছে।

'আর আমাদের নৌকা নিয়ে যাওয়া উচিত্ হবে না। এখানে আমাদেরও নামতে হবে।' প্রবীর বললে।

উবাঙ্গিরও তাই মত। সে বললে 'না আর, এগুলে আমরা ওদের নজরে পড়ে যাব। আমার মনে হয় কাছেই ওদের বস্তি আছে।'

দীপক প্রশ্ন করল—'তা হলে এখন আমাদের কি করা উচিত ?'

উত্তর দিল প্রবীর—'এইবার পথেই আমরা ওদের অনুসরণ

করব। তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।'

দীপকও ক্ষুধায় কাতর। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে—'কথাটা মন্দ বল নাই ভাই প্রবীর, কিন্তু খালি ঘাসপাতা চিবিয়ে তো আর পেট ভরানো যাবে না।'

উবাঙ্গি বললে—"কেন সেই বুনো-কলার অভাব নাই খালের ধারে। এই যে সামনেই কতগুলি গাছ দেখা যাচ্ছে।'

'আরে তাইতো। দীপকের মুখখানা যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

উবাঙ্গি বললে—'আপনারা বসুন হুজুর, আমি এখনি কলা নিয়ে আসছি।' এই বলে এক লাফে উবাঙ্গি ডাঙায় উঠে পড়ল।

অল্প কিছুক্ষণ ফিরে এল উবাঙ্গি হাতে তার মস্ত এক কলার কাঁদি।

পেট ভরে তিনজনে সেই কলাগুলির সদ্‌ব্যবহার করল, তারপর অঞ্জলি ভরে জল পান করে তারা যেন নতুন জীবন ফিরে পেল।

'শরীরটা বেশ তাজা আর ঝরঝরে লাগছে প্রবীর।' দীপকের স্বরে ফুটে উঠেছে উৎসাহের ভাব।

'এইবার যেতে হবে আমাদের আসল রোমাঞ্চকর অভিযানে।'

উবাঙ্গি বললে 'আর দেরি করে কাজ নাই হুজুর। ঐ দেখুন ওরা কিলেম্বাদের টান্‌তে, টান্‌তে, হ্যাচ্‌ড়াতে হ্যাচ্‌ড়াতে মাঠের পথে নিয়ে চলেছে।'

'একটু সবুর কর উবাঙ্গি। দ্যাখো একটা মাত্র লোক ওদের নৌকায় বসে আছে। বন্দুকগুলো ওর জিম্মাতেই আছে। আমরা কোনো কৌশলে যদি অস্ত্রগুলি বাগাতে পারি তা হলে।'

প্রবীরের কথা শেষ হবার আগেই সোৎসাহে উবাঙ্গি বললে—'ঠিক বলেছেন হুজুর। আর একটু অপেক্ষা করে দেখি। ঐ অসভ্যগুলো একটু চোখের আড়ালে যাক, একটা লোককে বাগে ফেলতে আমার বেশি কষ্ট করতে হবে না।'

নৌকাতে একটা মাত্র লোক বসে রইল। অন্য অসভ্যগুলো বন্দীদের নিয়ে শিগ্‌গিরই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উবাঙ্গি বললে 'এইবার মহা সুযোগ উপস্থিত। আপনারা চুপ করে নৌকায় বসে থাকুন। আমি দেখি কি সুবিধা করতে পারি।'

পনের

প্রবীর আর দীপক বসে রইল নৌকার ওপর, আর উবাঙ্গি নৌকা থেকে নেমে ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢেকে ঢেকে চলল এগিয়ে চোরের মত চুপে চুপে।

প্রবীর বললে—'যদি কোনো রকমে অস্ত্রগুলো হাত করা যায় তবে একবার দেখা যাবে ঐ দানবগুলোর কেরামতি।'

দীপক বললে—'ঠিক বলেছ ভাই প্রবীর, এই সব মারাত্মক জায়গায় অস্ত্রহীন থাকা মানে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বসে থাকা।'

উবাঙ্গি অনেকখানি এগিয়ে গেছে। প্রবীর বলল—'উবাঙ্গি আবার কোন বিপদে না পড়ে। এই অসহায় অবস্থায় অস্ত্রহীন হলেও উবাঙ্গি আমাদের একটা মস্ত ভরসা। তবে আমার মনে হয় উবাঙ্গির বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কম নয়।'

দীপক বললে—"উবাঙ্গি এদেশি অসভ্য লোক হলে কি হয় ওর উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি। দেখলে না, কি রকম মাছধরা জাল দিয়ে ও কেমন সেই দুর্দান্ত বাঘটাকে কাবু করলে।'

ঝকঝকে বল্লম হাতে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রবীর বলে উঠল—'ঐ গ্যাখো দীপক, উবাঙ্গি মস্ত একটা গাছের ডাল যোগাড় করে কেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'ঐ মানুষ-খেকো অসভ্যটা ভাগ্যিস আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে নইলে এতক্ষণ উবাঙ্গি তার নজরে পড়ে যেত।' দীপক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে।

'সাবাস্—সাবাস্ উবাঙ্গি,' প্রবীর আর দীপক দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল। উবাঙ্গি বেশ সজোরেই এক ঘা বসিয়েছে লোকটার মাথায়।

প্রবীর সোৎসাহে বলল—'ঐ গ্যাখো লোকটা ভালো করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই উবাঙ্গি তাকে লাগাল আর এক ঘা, আর এক ঘা—'

দীপক প্রায় চিৎকার করেই উঠল—'আর রক্ষা নাই বাছাধনের, ঐ গ্যাখো আধ-মরা লোকটাকে হ্যাঁচকা দিয়ে উবাঙ্গি জলের মধ্যে ফেলে দিল।'

দীপকের সোল্লাস চিৎকার হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে এল এবার প্রবীরের কথায়।

প্রবীর ফিস্ ফিস্ করে বললে—'দীপক, আর বুঝি আমাদের রক্ষা নাই তাকিয়ে গ্যাখো পিছন দিকে।

দীপক পিছন দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হবার জোগার।

প্রকাণ্ড একটা দুর্দান্ত রাক্ষসের মত অসভ্য লোক ঠিক তাদের পিছনে এসে নৌকা লাগিয়েছে, আর ঝক্‌ঝকে বল্লম হাতে তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাক্ষুসে হাসি হাসছে।

'এ আবার কি বিপদ ভাই প্রবীর'! উদাস কণ্ঠে দীপক প্রশ্ন করল।

হিজিবিজি কি সব ভাষায় বুনো লোকটা কি যেন সব নিজের মনেই বলে উঠল তারপর এক লাফে এসে হাজির হল প্রবীরদের নৌকায়। তারপর দুজনকে দু বগলে আর এক লাফে ডাঙায় এসে নামল বিজয়ী বীরের মত।

'এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হল প্রবীর !' বলতে দীপকের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল।

প্রবীর ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল—'আমরা আর একটি মানুষ খেকোর হাতে ধরা পড়েছি, দেখা যাক্ শেষ পর্যন্ত বরাতে কি ঘটে।'

ডাঙায় এসে লোকটা প্রবীর আর দীপককে মাটিতে নামিয়ে কি যেন অবোধ্য ভাষায় ইশারা করল। প্রবীররা বুঝল তাদের কোনো গোলমাল কিম্বা কথা বলতে লোকটা মানা করছে।

কিন্তু লোকটার আদেশ আর পালন করতে হল না, হঠাৎ ভীষণ বন্দুকের আওয়াজে সমস্ত বনভূমি যেন কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অসভ্য লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রবীর আর দীপক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে উবাঙ্গি।

উবাঙ্গি মৃদু হেসে বললে—'যথাসময়ে এসে যে আপনাদের সাহায্য করতে পেরেছি এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।'

কৃতজ্ঞতায় প্রবীর আর দীপকের চোখ জলে ভরে উঠল। দুজনে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল—'উবাঙ্গি, উবাঙ্গি বাস্তবিকই তোমাকে সঙ্গিরূপে পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। একমাত্র তোমারই কৃপায় আমরা প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠছি।'

উত্তরে উবাঙ্গি জিভ কেটে বললে—'ছি ছি, হুজুর আমার কোনোই গুণ নেই, আমি আপনাদের চাকর মাত্র···কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা করছি শুধু।'

ষোলো

যথাসময়ে উবাঙ্গি এসে প্রবীরদের রক্ষা করল। আর একটা মস্ত ভরসার কথা উবাঙ্গি তাদের বন্দুকগুলি উদ্ধার করেছে আর সঙ্গে এনেছে প্রচুর টোটা।

'এ কি উবাঙ্গি, এতগুলি টোটা তুমি পেলে কোথায়?' অবাক হয়ে প্রবীর প্রশ্ন করল।

'শুধু টোটা নয় আরো বন্দুক আছে ঐ নৌকার ভেতর। আমি কেবল আমাদের অস্ত্রগুলিই বেছে এনেছি।' উবাঙ্গি উত্তর দিল।

দীপক প্রশ্ন করল—'এত অস্ত্র-শস্ত্র ওরা পেল কোথায় প্রবীর?'

'আমার মনে হচ্ছে কিলেম্বার সঙ্গে আরো যে সব লোককে ওরা ধরেছে এসব অস্ত্র-শস্ত্র গোলাগুলি তাদেরই। যাই হোক আমরা এখন আর নিরস্ত্র নই।' প্রবীরে মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল।

দীপক বললে—'চল, ঐ নৌকার অস্ত্রগুলিও আমরা হাত করি। ওগুলি যেন আবার হাতছাড়া না হয়ে যায়।'

'না না, আর হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা নাই। আর বন্দুকেও আমাদের দরকার দাই। মিছামিছি বোঝা বাড়িয়ে আর লাভ কি। এস, এখন ওগুলি আমরা কোথাও লুকিয়ে ফেলি। যাতে ওগুলি আর ঐ অসভ্যগুলোর হাতে না পড়ে।' বলতে বলতে প্রবীর তার বন্দুকে গুলি ভরে ফেলল। তার দেখাদেখি দীপক আর উবাঙ্গিও তাদের বন্দুকগুলি ভালো করে প্রস্তুত করে নিল।

উবাঙ্গি বললে—'দেখুন হুজুর, খুব সাবধানে থাকবেন। আমার

একদল রাক্ষুসে অসভ্য দলবেঁধে ছুটতে ছুটতে আসছে।

বোধ হচ্ছে ঐ মানুষ-খেকোদের আস্তানার খুব কাছে এসে পড়েছি আমরা। দেখলেন না কেমন আর একটা মানুষ-জানোয়ারের হাতে আপনারা পড়েছিলেন। যে কোনো মুহূর্তে আবার আমরা ওদের কবলে পড়তে পারি। এখন নিজেদের বাঁচিয়ে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কিলেম্বার খোঁজ করতে হবে। ওকে যে করেই হোক উদ্ধার করাই চাই।'

'নিশ্চয়, ঐ জন্যেই তো আমরা এই রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু করেছি। আগে চল ঐ নৌকার থেকে বন্দুকগুলি একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে ফেলি।' এই বলে প্রবীর যাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

উবাঙ্গি বললে 'একটু দাঁড়ান, আগে আর একটা কাজ আছে। এই লোকটার মৃতদেহটাকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। তা হলে হয়তো এর কোনো সঙ্গিসাথির নজরে পড়তে পারে। নজরে পড়লেই ব্যাটারা গোলমাল··হট্টগোল শুরু করে দেবে, তাহলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হবে। ওটাকে আগে সরিয়ে ফেলি।

এই বলে উবাঙ্গি সেই রাক্ষুসে লোকটার পা দুটো টানতে টানতে এনে খালের জলে ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল কুমিরদের রাজ্যে তুমুল ভোজের উৎসব।

'এইবার চলুন হুজুর, আর ব্যাটার টিকিরও খোঁজ পাবে না কেউ।'

উবাঙ্গির সঙ্গে প্রবীর আর দীপক এসে হাজির হল সেই নৌকাটার কাছে।

'ইস, কতগুলি রাইফেল দ্যাখো দীপক, বেশ দামী অস্ত্র ওগুলি। এগুলির ব্যবহার যদি এই অসভ্যগুলি জানত তবে আর রক্ষা ছিল না।

প্রবীর আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ শোনা গেল দূরে, অনেক দূরে ভীষণ জনতার কোলাহল ধ্বনি।

তিনজনে তাকিয়ে দেখল অনেক দূর থেকে একদল রাক্ষুসে অসভ্য ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে আসছে আর ভীষণ চীৎকার করছে তারা।

উবাঙ্গি তাদের দিকে তাকিয়েই বলে উঠল—'নিশ্চয় আমার ঐ বন্দুকের আওয়াজ ঐ অসভ্যদের দল শুনতে পেয়েছে। তাই এই নৌকার অস্ত্রগুলি দখল করতে ওরা দল বেঁধে ছুটে আসছে। শিগ্‌গির আসুন আমরা ঐ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি।'

দীপক বললে—'সর্বনাশ, ওদের পাল্লায় পড়লে আর অক্কা নাই। এক একটা লোক যেন এক একটা দৈত্য বিশেষ।'

প্রবীর বললে—'আর সময় নষ্ট করে দরকার নাই দীপক। ঐ দ্যাখো রাক্ষুসে লোকগুলো কী ভীষণ উত্তেজনা নিয়ে ছুটে আসছে এই দিকে সংখ্যায় ওরা নেহাত কম নয়।'

কিছু দূরেই ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'বুস'। তারই একটার মধ্যে তিনজনে উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ঢুকে পড়ল। এখন তারা অনেকটা নিরাপদ।

সতেরো

দস্যুর দল ভীষণ রকম হল্লা করতে করতে খালের ধারে ছুটে এল। বাস্‌রে বাস্‌ এক একটার চেহারা কী প্রকাণ্ড! এত বড় আকারের লোক প্রবীররা আর জীবনে কখনো দেখেনি। মানুষ নয়তো যেন এক একটা অতিকায় দানব বিশেষ। যেমনি তাদের দেহের আকার তেমনি তাদের গলার আওয়াজ।

প্রবীররা ঝোপের আড়াল থেকে অতি সন্তর্পণে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

লোকগুলি সেই খালি নৌকাটার কাছে এসে ভীষণ গোলমাল

শুরু করে দিল। প্রবীররা বুঝতে পারল, নৌকায় সেই লোকটাকে না দেখে আর অস্ত্রগুলি না খুঁজে পাওয়ায় দারুণ রকম অবাক হয়ে গেছে। সেই দানবগুলি আর কিছু একটা সন্দেহ করছে।

উবাঙ্গি ফিস্ ফিস্ করে বললে—'ওরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে কোনো সভ্য জাতের লোক তাদের আস্তানায় হানা দিয়েছে। আমার সেই বন্দুকের আওয়াজটা ওদের কানে যেতেই ওরা ছুটে এসেছে দল বেঁধে।'

প্রবীর বললে—'খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ওদের অবশ্য আমরা এখন ঘায়েল করতে পারি এই বন্দুকের সাহায্যে; কিন্তু এখনও সে সময় হয় নি। ওদের আড্ডার খোঁজ নিয়ে আগে কিলেম্বাকে উদ্ধার করতে হবে আমাদের। তারপর অন্য কথা।'

সেই দানবের দল খুব উত্তেজিত হয়ে চারিধার খুঁজতে আরম্ভ করল, কিন্তু প্রবীররা এমন জায়গায় এসে আত্মগোপন করেছে যে তাদের খুঁজে পাওয়া সোজা হল না।

হৈ হৈ করতে করতে একরকম যেন নিরাশ হয়েই সেই দুর্বৃত্তের দল ফিরে চলল আবার তাদের আড্ডার দিকে।

প্রবীর বললে—'এইবার আমাদের খুব সাবধানে ওদের অনুসরণ করতে হবে।'

দীপক বললে—'এই বাকি বন্দুকগুলি কি এখানেই ফেলে যাবে?'

উবাঙ্গি বললে—'না না এসব কিছুই এখন আর আমরা হাতছাড়া করব না।'

দীপক বললে—'এতগুলি বন্দুক নিয়ে যাবে কি করে উবাঙ্গি?' বোঝা হয়ে দাঁড়াবে যে।'

একটু মুচকি হাসি হেসে উবাঙ্গি বললে—"এ সামান্য বোঝায় উবাঙ্গি কাতর হয় না হুজুর। উবাঙ্গি তো আর ননীর পুতুল নয়?"

এই বলে উবাঙ্গি কয়েকটা বুনো শক্ত লতা জোগাড় করে বন্দুক-

একটা মস্ত হাতি শুঁড় নেড়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আসছে।

গুলো একসঙ্গে বেঁধে ফেলল তারপর পিঠে ঝুলিয়ে বললে—'এইবার তাড়াতাড়ি চলুন ওদের পিছনে পিছনে। ওরা অনেক দূর চলে গেছে।'

প্রবীর, দীপক আর উবাঙ্গি এক সঙ্গেই গাছের আড়ালে, ঝোপের আড়ালে গা ঢেকে ঢেকে এগিয়ে চলল তাদের পিছনে পিছনে।

উবাঙ্গির কিন্তু চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি। হঠাৎ পিছন দিকে চেয়ে বলে উঠল—'একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলুন হুজুর, পিছনে বোধ হয় একটা পাগলা হাতি-টাতি আমাদের তাড়া করেছে।"

প্রবীর আর দীপক তাকিয়ে দেখল সত্যিই কিছু দূরে একটা মস্ত হাতি শুঁড় নেড়ে তাদের দিকে তেড়ে আসছে।

'চালাব বন্দুক!' দীপক সভয়ে প্রশ্ন করল। সে তার বন্দুক তুলে ধরল হাতিটার দিকে।

তার হাত চেপে ধরে প্রবীর বললে—'না না দীপক, অমন কাজও করো না। তোমার বন্দুকে হাতি জখম হতে পারে বটে কিন্তু ঐ দানবের দল আমাদের অস্তিত্বের বিষয় জেনে ফেলবে।

উবাঙ্গি বললে—'আর সময় নষ্ট না করে শিগ্‌গির ঐ টিলাটার পাশে চলুন। হাতিটা এসে পড়ল বলে!'

তিনজনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে একটা টিলার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল।

প্রকাণ্ড পাহাড়ি হাতি। ঝড়ের মত বেগে ছুটে এসে প্রবীরদের দেখতে না পেয়ে আবার গভীর অরণ্যের দিকে ছুটে চলে গেল। সামনে দুচারটা গাছপালা যা তার সামনে পড়ল হুড়্‌মুড়্‌ করে তা ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

আঠারো

পাগলা হাতিটার হাত থেকে কৌশলে প্রাণ-রক্ষা করে আবার তিনজনে চলল সেই দানবদের অনুসরণ করে।

দানবেরা কিছুক্ষণ পরই এসে হাজির হল একটা বিস্তৃত খোলা মাঠের ধারে। মাঠের চারিধারেই জঙ্গল দিয়ে ঘেরা···সহজে যে কেউ এ জায়গায় এসে পড়বে তার আর সম্ভাবনা নাই।

মাঠের মধ্যে ছোট বড় অদ্ভুত সব কুটির। সে সব কুটিরে জানালা দরজার বালাই নাই, কেবল ভেতরে ঢুকবার জন্যে একটু খোলা জায়গা।

প্রবীররা মাঠের ধারের জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে সমস্তই লক্ষ করতে লাগল।

আড্ডাতে আসতেই সেই অসভ্যদের দল ভীষণ হল্লা শুরু করে দিল। তাদের চিৎকার শুনে চারিধার থেকে বেরিয়ে এল আরো লোকজন, তাদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে কেউ-ই বাদ গেল না।

সবাই মিলে রাক্ষুসে ভাষায় যে কি সব বলাবলি করতে লাগল তা প্রবীররা কিছুই বুঝল না। তারপর সবাই দল বেঁধে চলল যেন কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায়।

প্রবীরাও জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

আবার সবাই এসে হাজির হল বেশ একটা বড় বাড়ির ধারে। এখানে আসতেই প্রবীররা চমকে উঠল। উবাঙ্গি কাতর হয়ে বললে—

'ঐ দেখুন হুজুর কিলেম্বাকে ওরা হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে দিয়েছে।'

যে দৃশ্য প্রবীরদের চোখে পড়ল তাতে তাদের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। শুধু কিলেম্বা নয় কয়েকজন ইয়োরোপীয় লোকও ঐ রকম বদ্ধ অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের সামনে প্রকাণ্ড চুল্লীতে ফুটছে মস্ত মস্ত সব জালা। আর সেই জালার সামনে একটা উঁচু কাঠের আসনে বসে আছে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি বোধ হয় এই নর-খাদকদের রাজা বা দলপতি।

ব্যাপারটা বুঝতে প্রবীরদের আর দেরি হল না। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে আজ যেন ঐ দানবদের কিসের উৎসব, আর ঐ বন্দী লোকগুলোই হচ্ছে তাদের এই উৎসবের ফলার।

রাজার আদেশে সবাই মিলে নাচ গান জুড়ে দিল। ওঃ সে কি আতঙ্ককর নাচের ভঙ্গি তাদের। সঙ্গে সঙ্গে বাজছে বড় বড় ঢাক সেই ঢাকের শব্দে যেন মেঘের ডাককেও হার মানায়।

ছেলে মেয়ে শিশু বুড়ো সবাই মিলে উৎসবে যোগ দিয়েছে, আর চোখ বুজে মাটির উপর পড়ে আছে সেই হতভাগ্য বন্দীর দল।

প্রবীর বললে 'আর দেরি নয় উবাঙ্গি, এইবার আমাদের আসল কাজে নামতে হবে। ঐ সব বড় বড় ফুটন্ত জালার মধ্যে বন্দীদের ফেলবার আগেই উদ্ধার করতে হবে···এই বলেই প্রবীর সেই দলপতির মাথা লক্ষ করে ছুঁড়ল গুলি।

ভীষণ শব্দে সমস্ত অঞ্চলটা যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল আর দলপতি একটি অস্ফুট চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চারিধারে শুরু হল ভীষণ হৈ-চৈ হট্টগোল, ছেলেমেয়ের দল যে

যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল কিন্তু পুরুষের দল অবশ্য তাদের শত্রুদের উদ্দেশ্য করে নানা রকম ভঙ্গিতে গালাগালি দিতে শুরু করল।

এইবার তিনজনেই চালাতে লাগল গুলির পর গুলি, আহত লোকগুলি মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল আর তাই দেখে দলের অন্যান্য লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

প্রবীররা তাড়াতাড়ি এসে বন্দীদের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। উবাঙ্গি আবেগের সঙ্গে কিলেম্বাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিলেম্বার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

ইয়োরোপীয়দের আশ্চর্যের সীমা নাই। এইরকম ভাবে যে তারা উদ্ধার পাবে···তা তারা ধারণাই করতে পারে নাই।

প্রবীর তাদের হাতে একখানি করে বন্দুক দিতেই তারা অবাক হয়ে বললে···'আরে এযে আমাদেরই বন্দুক, এই জঙ্গলেই রহস্য-জনকভাবে চুরি হয়ে গেছিল।'

প্রবীরদের কাছ থেকে তারা সমস্ত বৃত্তান্তই জানল। প্রবীররাও জানল এই ইয়োরোপীয়ানদের দল এই রহস্যজনক মানুষ চুরির সন্ধান করতেই কিছুদিন আগে এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। তারপর এই দশা।

* * *

মরণপথের যাত্রীদের উদ্ধার করে বিজয় গর্বে দল বেঁধে প্রবীররা আবার ফিরে চলল শহরের পথে।